Copy Right © JASIM-UDDIN (Polli Kobi)Published by : Polash Prokasoni, Publisher: Khurshid Anwar Jasim-Uddin
Polash Bari, 10, Kobi Jasim-Uddin Road, Dhaka-1000

www.lekhalekhi.com

আটকলা

রহিম শেখ বড়ই রাগী মানুষ। কোন কাজে একটু এদিক-ওদিক হইলেই সে তার বউকে ধরিয়া বেদম মারে। রোজ তাদের বাড়িতে মারামারি লাগিয়াই আছে। সেদিনের একটি ঘটনা বলিতেছি।

বউ সকালে সকালে উঠিয়া ঘর-দোর ঝাঁট দিতেছে, রহিম ঘুম হইতে উঠিয়া বলিল, "আমার হুঁকায় পানি ভরিয়াছ?" বউ বলিল, "তুমি তো ঘুমাইতেছিলে, তাই হুঁকায় পানি ভরি নাই। এই এখনই ভরিয়া দিতেছি।" রহিম চোখ গরম করিয়া বলিল, "এত বেলা হইয়াছে, তবু হুঁকায় পানি ভর নাই। দাঁড়াও, দেখাইতেছি তোমায় মজাটা।" এই বলিয়া সে যখন বউকে মারিতে উঠিয়াছে, বউ বলিল, "দেখ যখন তখন তুমি আমাকে মার-ধর কর, আমি কিছুই বলি না। জান আমরা মেয়ে জাত? আটকলা হেকমত আমাদের মনে মনে। ফের যদি মার তবে আটকলা দেখাইয়া দিব।"

এই কথা শুনিয়া রহিম শেখের রাগ আরও বাড়িয়া গেল। সে একটা লাঠি লইয়া বউকে মারিতে মারিতে বলিল, "ওরে শয়তানী, দেখা দেখি তোর আটকলা কেমন? তুই কি ভাবিয়াছিস আমি তোর আটকলাকে ডরাই?"

বহুক্ষণ বউকে মারিয়া রহিম মাঠের কাজ করিতে বাহির হইয়া গেল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বউ মনে মনে একটি মতলব আঁটিল। বউ-সোয়ামীর ঝগড়া সহজেই মিটিয়া যায়। দুপুরে রহিম

www.lekhalekhi.com

Copy Right © JASIM-UDDIN (Polli Kobi)Published by : Polash Prokasoni, Publisher: Khurshid Anwar Jasim-Uddin
Polash Bari, 10, Kobi Jasim-Uddin Road, Dhaka-1000

www.lekhalekhi.com

বাড়ি আসিলে বউ রহিমের কাছে জানিয়া লইল, কাল সে কোন্ ক্ষেতে হাল বাহিবে। বিকাল হইলে বউ বাড়ির কাছের এক জেলেকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল ; "জেলে ভাই! কাল ভোর হওয়ার কিছু আগে তুমি আমাকে একটি তাজা শোলমাছ আনিয়া দিবে। আমি তোমাকে এক টাকা আগাম দিলাম। আরও যদি লাগে তাও দিব। শেষ রাতে আমি জাগিয়া খিরকির দরজার সামনে দাঁড়াইয়া থাকিব। তখন তুমি গোপনে শোলমাছ আমাকে দিয়া যাইবে।"

পাড়াগাঁয়ে একটি শোলমাছের দাম বড় জোড় আট আনা। এক টাকা পাইয়া জেলে মনের খুশীতে বাড়ি ফিরিল। সে এ-পুকুরে জাল ফেলে ও-পুকুরে জাল ফেলে। কত টেংরা, পুঁটি, পাবদা মাছ জালে আটকায় ; কিন্তু শোলমাছ আর আটকায় না। রাত যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন সত্য সত্যই একটি শোলমাছ তাহার জালে ধরা পড়িল। তাড়াতাড়ি মনের খুশীতে সে মাছটি লইয়া রহিম শেখের বাড়ির খিড়কি-দরজায় আসিল। বউ ত আগেই সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাছটি লইয়া বউ তাড়াতাড়ি যে খেতে রহিম আজ লাঙল বাহিবে সেখানে পুঁতিয়া রাখিয়া আসিল।

সকাল হইলে রহিম খেতে আসিয়া লাঙল জুড়িল। সে এদিক হইতে লাঙল কাড়ি দিয়া ওদিকে যায়, ওদিক হইতে এদিকে আসে। হঠাৎ তাহার লাঙলের তলা হইতে একটি শোলমাছ লাফাইয়া উঠিল। রহিম আশ্চর্য হইয়া মাছটি ধরিয়া লইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তারপর বউকে বলিল, "লাঙলের তলায় এই তাজা শোলমাছটি পাইলাম। খোদার কি কুদরত! এই মাছের কিছুটা ভাজা করিবে, আর কিছুটা তরকারি করিবে। অনেকদিন মাছ ভাত খাই না। আজ পেট ভরিয়া মাছ ভাত খাইব।"

এই বলিয়া রহিম ক্ষেতের কাজে চলিয়া গেল। দুপুর হইতে না হইতেই বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সে বউ-এর কাছে খাইতে চাহিল। বউ একথালা ভাত আর কয়েকটা মরিচ পোড়া আনিয়া তাহার সামনে ধরিল।

একে ত ক্ষুধায় তাহার শরীরে আগুন উঠিয়াছে, তাহার উপর এই মরিচ পোড়া আর ভাত দেখিয়া রহিমের মাথায় খুন চাপিয়া গেল। সে চোখ গরম করিয়া বলিল, "সেই শোলমাছ কি করিয়াছিস্ শীগ্‌গীর বল ?" বউ যেন আকাশ হইতে পড়িল, এমনি ভাব দেখাইয়া বলিল, "কই, মাছ কোথায় ? তুমি কি আজ বাজার হইতে মাছ কিনিয়াছ ?"

রহিম বলিল, "কেন, আমি যে আজ ইটা ক্ষেত হইতে শোল-মাছটা ধরিয়া আনিলাম।" বউ উত্তর করিল, "বল কি ? ইটা ক্ষেতে কেহ কখনো শোলমাছ ধরিতে পারে ? কখন তুমি আমাকে শোলমাছ আনিয়া দিলে ? তোমার কি মাথা খারাপ হইয়াছে ?"

তখন রহিমের মাথার রাগের আগুন দাউ দাউ করিতেছে। সে চিৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে শয়তানী! এমন মাছটা তুই নিজে রাঁধিয়া খাইয়া আমার জন্য রাখিয়াছিস্ মরিচ-পোড়া আর ভাত। দেখাই তোর মজাটা।" এই বলিয়া রহিম বউকে বেদম প্রহার করিতে লাগিল। বউ চিৎকার করিয়া সমস্ত পাড়ার লোক জড় করিয়া ফেলিল, "ওরে তোমরা দেখরে, আমার সোয়ামী পাগল হইয়াছে, আমাকে মারিয়া ফেলিল।"

বউ-এর চিৎকার শুনিয়া এ পাড়া ও পাড়া হইতে বহুলোক আসিয়া জড় হইল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা এত চেঁচামেচি করিতেছ কেন ?" তোমাদের কি হইয়াছে ? রহিম বলিল, "দেখ ভাই সকলরা! আজ আমি একটা তাজা শোলমাছ

Copy Right © JASIM-UDDIN (Polli Kobi)Published by : Polash Prokasoni, Publisher: Khurshid Anwar Jasim-Uddin
Polash Bari, 10, Kobi Jasim-Uddin Road, Dhaka-1000

www.lekhalekhi.com

বলিয়া আনিয়া বউকে দিলাম পাক করিতে। এই রাক্ষসী সেটা নিজেই খাইয়া ফেলিয়াছে। আর আমার থালায় রাখিয়াছে এই মরিচ-পোড়া আর ভাত। আপনারাই বিচার করেন এখন বউ-এর কি শাস্তি হইতে পারে?"

বউ তখন হাত জোড় করিয়া বলিল, "দোহাই আপনাদের সকলের। আপনারা ভাল মত পরীক্ষা করিয়া দেখেন আমার সোয়ামীর মাথা খারাপ হইয়া সে যা'তা' বলিতেছে কিনা? ওর কাছে আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, ও কোথা হইতে মাছ আনিল, আর কখন আনিল?"

রহিম বলিল, "আজ সকালে আমি ঐ ইটাক্ষেতে যখন লাঙল দিতেছিলাম তখন একটি এত বড় শোলমাছ আমার লাঙলের তলে লাফাইয়া উঠিয়াছিল। সেইটি ধরিয়া আনিয়া বউকে পাক করিতে দিয়াছিলাম।"

বউ পাড়ার সবাইকে বলিল, "আপনারা সবাই বলুন, শুকনা মাঠে তাজা শোলমাছ কেমন করিয়া আসিবে? আমার সোয়ামী পাগল না হইলে এমন কথা বলিতে পারে?"

গাঁয়ের লোকেরা সকলেই বলাবলি করিল, "রহিম শেখের ইটাক্ষেতের ধারে-পাশে কোন ইঁদারা-পুকুর নাই। সেখানে শোলমাছ আসিবে কোথা হইতে? রহিম পাগল হইয়াছে।" তখন তাহারা পরামিশ করিয়া রহিমকে দড়ি দিয়া বাঁধিতে গেল। সে যখন বাধা দিতেছিল, সকলে তখন তাহাকে কিল-থাপর মারিতেছিল। একজন বলিল, "পানিতে চুবাইলে পাগলের পাগলামী সারে। চল ভাই, একে পুকুরে লইয়া গিয়া কিছুটা চুবাইয়া আনি।" যেই কথা সেই কাজ। সকলে ধরিয়া রহিমকে পুকুরে লইয়া গিয়া চুবাইতে

লাগিল। রহিম বাধা দিল। কার বাধা কে মানে। সে যতই বাধা দেয়, তাহারা তাকে ততই চুবায়। চুবাইতে চুবাইতে আধমরা করিয়া রহিমকে তাহারা ঘরে লইয়া আসিল।

রহিম রাগে গোষাইতে লাগিল। তখন একজন বলিল, "উহাকে

আজই পাগলা গারদে লইয়া যাও। নতুবা রাগের মাথায় কাকে খুন করিয়া ফেলে বলা যায় না।"

Copy Right © JASIM-UDDIN (Polli Kobi)Published by : Polash Prokasoni, Publisher: Khurshid Anwar Jasim-Uddin
Polash Bari, 10, Kobi Jasim-Uddin Road, Dhaka-1000

www.lekhalekhi.com

রহিমের বউ বলিল, "আপনারা আজকের মত ওকে ঘরের খামের সাথে বাঁধিয়া রাখিয়া যান। কাল যদি না সারে পাগলা গারদে লইয়া যাইবেন।"

গাঁয়ের লোকেরা তাহাই করিল। রহিমকে ঘরের একটি খামের সাথে কষিয়া বাঁধিয়া যে যার বাড়ি চলিয়া গেল।

সবলোক চলিয়া গেলে বউ রহিমের হাতের-পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে মাছ ভাতের থালা আনিয়া তাহার সামনে ধরিল। গরম গরম পাক করা মাছের তরকারির গন্ধ সারাদিনের না খাওয়া রহিমের নাকে আসিয়া লাগিল। সে মাথা নীচু করিয়া ভাত খাইতে শুরু করিল। পাখার বাতাস করিতে করিতে বউ বলিল, "দেখ, আমরা মেয়েজাত, আটকলা বিদ্যা জানি; তার-ই এককলা আজ তোমাকে দেখাইলাম। তাতেই এত কাণ্ড। আর বাকী সাতকলা দেখাইলে কি যে হইত বুঝিতেই পার।"

রহিম বলিল, "দোহাই তোমার আর সাতকলার ভয় দেখাইও না। এই আমি কছম কাটিলাম। এখন হইতে আর যদি তোমার গায়ে হাত তুলি তখন যাহা হয় করিও।"

---

www.lekhalekhi.com